বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১১ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। মঙ্গলবার ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৬৭ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

এবার কেরলের নাম বদলাবে কেন্দ্র! বিজয়নের রাজ্যে ভোটের আগে বড়সড় সিদ্ধান্তের পথে ক্যাবিনেট

বসিয়ে রাখা যাবে না, দ্রুত শুরু করতে হবে বাহিনীর রুট মার্চ! শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে বার্তা কমিশনের

জ্বলছে ট্রাম্পের পড়শি দেশ, ২৫ সেনার মৃত্যু, বিক্ষোভ দমাতে মেক্সিকোয় মোতায়েন ১১ হাজার বাহিনী

সুপ্রিম নির্দেশঃ এসআইআর-এর কাজে বাংলায় আসছেন ভিন রাজ্যের বিচারকরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বাংলায় ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন বা 'স্পেশাল ইনভেন্টরি রেক্টিফিকেশন' নিয়ে চলা দীর্ঘ টানাপোড়েন অবসানে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল দেশের শীর্ষ আদালত। রাজ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ দাবির পাহাড় জমলেও বিচারক সংকটে প্রক্রিয়াটি থমকে ছিল। এই পরিস্থিতিকে 'ভয়াবহ' আখ্যা দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে ভিন রাজ্যের বিচারক নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে।বর্তমানে রাজ্যে মাত্র ২৫০ জন জেলা ও অতিরিক্ত জেলা বিচারক এই ৫০ লক্ষ আবেদন নিষ্পত্তির কাজে নিযুক্ত আছেন। শীর্ষ আদালত গাণিতিক বিশ্লেষণ করে জানিয়েছে, যদি এক একজন বিচারক প্রতিদিন গড়ে ২৫০টি মামলাও নিষ্পত্তি করেন, তবুও এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শেষ করতে অন্তত ৮০ দিন সময় লাগবে। সময়ের এই সীমাবদ্ধতা ও আসন্ন নির্বাচনের গুরুত্ব বিবেচনা করে আদালত ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের সিভিল বিচারকদের এই প্রক্রিয়ায় মোতায়েনের অনুমতি দিয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে এই মর্মে আবেদন করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের প্রধান বিচারপতিদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ভিন রাজ্য থেকে আসা এই বিচারকদের যাতায়াত এবং থাকার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করবে ভারতের নির্বাচন কমিশন। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, ২৮শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে কমিশনকে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করতে হবে। যদি এই সময়ের মধ্যে যাচাইকরণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হয়, তবে কমিশন পরবর্তীতে অতিরিক্ত বা সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করার সুযোগ পাবে।গত ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকেই রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের মধ্যে এসআইআর অনুশীলন নিয়ে আইনি লড়াই চলছিল। মূলত তিন শ্রেণির ভোটারদের নিয়ে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে,ম্যাপ করা ,আনম্যাপ করা, তথ্যগত অসঙ্গতি (যেমন নামের বানান ভুল বা অভিভাবকের নামের অমিল)আদালত লক্ষ্য করেছে, বহু ক্ষেত্রে ভোটার ও তাঁদের মা-বাবার বয়সের ব্যবধান ১৫ বছরের কম অথবা ৫০ বছরের বেশি দেখানো হয়েছে, যা প্রাকৃতিকভাবে অকল্পনীয়। এই অসঙ্গতি দূর করতেই কঠোর যাচাইকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।পরিচয়পত্র যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বড় স্বস্তি দিয়েছে আদালত। স্পষ্ট জানানো হয়েছে, আগের রায় অনুযায়ী মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডের পাশাপাশি আধার কার্ডকেও বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

ভাঙ্গা বাঁশের সেতুতে জীবনের ঝুঁকি!

পাকা সেতুর দাবিতে ফুঁসছে এলাকাবাসী

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি বিধানসভার অন্যতম জনবহুল গ্রাম বারঘরিয়া। এই গ্রামের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে এলাকার প্রাণস্পন্দন কুমলাই নদী। নদী পারাপারের জন্য এখনও বহু জায়গায় ভরসা সেই ভাঙাচোরা বাঁশের সেতু। কুমলাই নদীর উপর এমনই এক জীর্ণ বাঁশের সেতু দামবাড়ি ও সোনার ডাঙ্গা;এই দুই প্রান্ত্মকে যুক্ত করে রেখেছে। প্রায় ১০ হাজার মানুষের নিত্যযাতায়াতের একমাত্র ভরসা এই সেতুই। প্রতিদিন কৃষিজীবী মানুষ, প্রান্তিক ব্যবসায়ী এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই সেতু পার হন। এলাকার শিক্ষার্থীদের অনেকেই বিদ্যাশ্রম ও দক্ষিণ খড়বাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে;তাদের প্রতিদিন এই ভগ্নপ্রায় সেতুর উপর দিয়েই যাতায়াত করতে হয়।বর্ষাকালে কুমলাই নদী যখন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে, তখন পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। স্রোত বেড়ে গেলে ভাঙা বাঁশের সেতু দিয়ে পারাপার করা কার্যত মৃত্যুঝুঁকি নেওয়ার সামিল। তবুও প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে সেই পথেই চলতে হয়। এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি; কুমলাই নদীর উপর একটি স্থায়ী পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি। ভোট আসে, ভোট যায়; প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি শোনা যায়, কিন্তু বাস্তবে কোনও পরিবর্তন চোখে পড়ে না। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা ক্রমেই বাড়ছে।একটি পাকা সেতু শুধু যোগাযোগের উন্নতি নয়, এলাকার সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথও সুগম করতে পারে;এমনটাই মনে করছেন স্থানীয়রা। এখন দেখার, প্রশাসনের তরফে কবে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে।

ভোটের আগেই তৃণমূলের প্রকাশ্যে গোষ্ঠী কোন্দল, দূর্নীতির অভিযোগ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিধানসভা ভোটের আগেই এবার প্রকাশ্যে চলে এলো শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল। দুর্নীতির অভিযোগ তুলে দু পক্ষের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে। শাসকদলের অন্দরের কোন্দল ঘিরে দলের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছে। সোমবার মেমারি শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক এবং জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ভুরি ভুরি দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার পড়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। 'তৃণমূল বাঁচাও কমিটি'র নামে দেওয়া এই পোস্টারগুলিতে অবৈধ জমি বিক্রি থেকে শুরু করে, বালি খাদান ও টেন্ডার দুর্নীতির মতো গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে।পোস্টারগুলিতে পৌরসভার বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগগুলির মধ্যে অন্যতম হলো, পুরসভার চেকপোস্টের ঘর লক্ষাধিক টাকায় বিক্রি, টেন্ডার ছাড়াই রাতের অন্ধকারে শহরের গাছ কেটে ফেলা এবং সংখ্যালঘু তহবিলের টাকায় নির্মিত আরবান মার্কেটের দোকান বন্টনে চরম অনিয়ম।

এছাড়াও, পিডব্লিউডি এবং ডিভিসির জমিতে অবৈধ নির্মাণ ও সেই ঘর বিক্রির অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও তোলা হয়েছে স্থানীয় নেতা স্বপন বিষয়ী ও সুপ্রিয় সামন্তের বিরুদ্ধে। আলপনা বাগ নামক এক ব্যক্তিকে বর্ধমানের আলিশা মৌজায় কোটি টাকার বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার নেপথ্যে বড়সড় আর্থিক লেনদেনের বিষয়টিও পোস্টারে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, মেমারি-১ ব্লকের নেতৃত্বকেও কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে। আবাসন প্রকল্পে ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে ২০ হাজার টাকা করে গ্রহণ, কলানবগ্রাম ক্যাম্পাসের দুষ্প্রাপ্য রক্তচন্দন গাছ চুরি এবং ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েতের গাছ বিনা টেন্ডারে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে নিতাই ব্যানার্জির বিরুদ্ধে। এমনকি স্থানীয় বিধায়ক মধু বাবু এবং নিতাই ব্যানার্জির বিরুদ্ধে পলসীট টোল প্লাজা ও মালঞ্চ পার্ক থেকে নিয়মিত অবৈধভাবে টাকা তোলার এবং শ্রমিকদের বেতনের এগ্রিমেন্টে হস্তক্ষেপ করার মতো গুরুতর অভিযোগও আনা হয়েছে পোস্টারে। অভিযোগ জানানো হয়েছে, পল্লা এলাকায় একাধিক বেআইনি বালি খাদান ২০ পার্সেন্ট ভাগে কিভাবে চালু হলো নিতাই ব্যানার্জি জবাব দাও। নির্বাচনের মুখে খোদ দলের বিধায়ক ও শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এহেন পোস্টার পড়ায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে অস্বস্তি বেড়েছে।

যদিও যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বিষয়টি অস্বীকার করেছেন এবং এটিকে বিরোধীদের চক্রান্ত বলে দাবি করেছেন। তবে 'তৃণমূল বাঁচাও কমিটি'র আড়ালে দলেরই বিক্ষুব্ধ অংশ কাজ করছে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মধ্যে জল্পনা তুঙ্গে।

বসন্তে শীতের আমেজ

নিম্নচাপের দাপটে ভিজল বাংলা

নয়া জামানা,কলকাতা ক্যালেন্ডারের পাতায় বসন্তের আগমন ঘটে গিয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ জানান দিচ্ছিল, শীতের পাট চুকেছে। কিন্তু মঙ্গলবার ভোররাত থেকেই আবহাওয়ায় ছন্দপতন। ঝোড়ো হাওয়া আর হালকা বৃষ্টিতে ভিজল কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। সকালে সেই ভেজা হাওয়ার দাপটে শহরবাসীর গায়ে ফের ফিরে এল হালকা শীতপোশাক।আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, এই অকাল বৃষ্টির নেপথ্যে রয়েছে বঙ্গোপসাগরের ওপর তৈরি হওয়া একটি নিম্নচাপ। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন ভারত মহাসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি বর্তমানে নিম্নচাপে পরিণত হয়ে মধ্য-দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। এটি ধীরে ধীরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পূর্ব ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের দিকে সরে যাবে। এই সিস্টেমের প্রভাবেই বাংলায় জলীয় বাষ্প ঢুকে বৃষ্টির পরিবেশ তৈরি হয়েছে।মঙ্গলবার দিনভর আকাশ মেঘলা থাকার সম্ভাবনা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর ছাড়াও বৃষ্টি হয়েছে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়াতে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলাতেও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর বিশেষত দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে 'হলুদ সতর্কতা' জারি করেছে।হাওয়ার অফিস সূত্রে খবর, বৃষ্টির কারণে পারদ কিছুটা নামলেও সামগ্রিক তাপমাত্রায় বড়সড় কোনও হেরফের হবে না।

Naya Jamana Evening Edition..........9 October....addddddd..._Layout 1 2/24/2026 4:05 PM Page 3

রহস্যাবৃত হ্রদ

যার জল স্পর্শ করলেই পাথর হয়ে যায় পাখি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ আজও রহস্যাবৃত পৃথিবী। এই পৃথিবীতে এমন এমন জায়গা রয়েছে, যার রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়নি পরিবেশ বিজ্ঞানীদের। তেমনই এক স্থানের কথা বলব এই প্রতিবেদনে। পৃথিবীতে এমন এক হ্রদ রয়েছে, যেখানে পাখি নামলেই পাথর হয়ে যায়, শুনেছেন কি সেই হ্রদের কথা? কোথায় রয়েছে সেই হ্রদ? যে হ্রদে এক মুহূর্তে পাথর হয়ে যায় কোনো প্রাণী। পাখিদের জন্য বধ্য হ্রদ? ভয়ঙ্কর এই হ্রদের নাম হল নেট্রন। লবণাক্ত এই হ্রদটি রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার তানজানিয়ার উত্তর প্রান্তে। আর আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই। ছবি সৌজন্য উইকিপিডিয়া তানজানিয়ার এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ৫৭ কিলোমিটার আর প্রস্থে ২২ কিলোমিটার।। এই নেট্রন হ্রদে এসে পড়ছে এওয়াসো নায়গ্রো নদীর জল। এছাড়া উষ্ণ প্রস্রবণের জলও এই হ্রদে এসে পড়ে। এর ফলে বিভিন্ন খনিজে সমৃদ্ধ হল এই হ্রদের জল। কিন্তু কেন যে তা প্রাণীকে পাথর করে দেয়, সেই কারণ জানা যায়নি। এই হ্রদ নিয়ে আগে থেকে অনেক গল্পকথা শোনা যেত, কিন্তু তার প্রামাণ্য এখনো মেলেনি। ২০১১ সালে নিক ব্রাউন্ট মনামে এক বণ্যপ্রাণ চিত্রগ্রাহক নেট্রন হ্রদের সামনে গিয়ে চমকে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি অনেক ছবি সংগ্রহ

করেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন হ্রদে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অসংখ্য পশু-পাখির দেহ। কিন্তু সেদগুলি দেখে মনে হচ্ছি কোনো পাথরের মূর্তি যেন সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আসলে, পশু-পাখির দেহগুলি পরিণত হয়েছে পাথরে। এর নেপথ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে, তা জানতে শুরু হয়েছিল গবেষণা।পাখিগুলির কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল, কেনই বা পাথরে পরিণত হয়েছিল, তা নিয়ে গবেষণায় বিজ্ঞানীরা বলেন ওই জলে সোডিয়াম কার্বোনেট ও সোডার পরিমাণ অত্যধিক বেশি। প্রচুর সোডিয়াম ও কার্বোনেটযুক্ত ট্র্যাকাইট লাভা দিয়ে নেট্রন হ্রদের তলদেশ সৃষ্টি। গবেষণার জানা গিয়েছে, ওই হ্রদের জলে অস্বাভাবিক ক্ষার রয়েছে। এতটাই ক্ষার রয়েছে যে তা ত্বককে পুড়িয়ে দিতে পারে। পশুপক্ষীর কাছে তা অসহনীয়। আর জলের তাপমাত্রা প্রায় ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। ফলে দ্রুত জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়। তলদেশে পড়ে থাকে জলের মতো তরল লাভা। আবার সোডিয়াম ও কার্বোনেটের জন্য হ্রদে জন্ম নেয় সায়োনোব্যাকটেরিয়া নামে অনুজীব। এই অণুজীবের শরীরে লাল রঞ্জক থাকে। ফলে হ্রদের জল হয় লাল রঙের। এই লাল রঙ দেখেই আকৃষ্ট হয় পাখি। আর জল ছোঁয়া মাত্রই তাদের মৃত্যু হয়। তারপর তা পাথর হয়ে যায়। আবার নেট্রন হ্রদের জল ক্ষারধর্মী হলেও পূর্ব আফ্রিকার লেজার ফ্লেমিঙ্গোদের সবথেকে বড়ো প্রজনন ক্ষেত্র। প্রায় ২৫ লক্ষ লেসার ফ্লেমিঙ্গো এই হ্রদে দেখতে পাওয়া যায়। আর এই হ্রদের অগভীর জলে রয়েছে প্রচুর নীলাভ-সবুজাভ শৈবাল। এই শৈবাল খেয়েই বেঁচে থাকে ফ্লেমিঙ্গোরা। এই জলে কিন্তু ফ্লেমিঙ্গোদের দেহ পাওয়া যায়নি।

চেজ ভিলেজ’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এ এক আজব গ্রাম। এ গ্রামে আট থেকে আশি-সবাই দাবা খেলায় মেতে থাকেন। তাই তো গ্রামের নামটিও তেমনই, ‘চেজ গ্রাম’। ভারতের বুকে এমন এক আজব গ্রাম রয়েছে। এ গ্রামে সবাই দাবা খেলায় ওস্তাদ। এ গ্রাম ১০০ শতাংশ মানুষই এই খেলায় দক্ষ। ভারতের এই গ্রাম বহুদিনই আলাদা করে পরিচিতি পেয়েছে। কেরালার মারোত্তিচালকে সবাই দাবার গ্রাম বলেই জানেন। এই গ্রামের বাসিন্দারা একটা সময়ে জুয়া আর মদে মতো খারাপ নেশায় আসক্ত ছিলেন। গ্রামেরই এক যুবক উন্নিকৃষ্ণণ পাশেই একটি ছোট্ট শহরে থাকতেন। সেখানে তিনি দাবা খেলা শেখেন। তারপর তিনি দাবা খেলার প্রচলন করেন গ্রামে। খুব স্বল্প সময়ে গ্রামে এই খেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মদ ও জুয়া ছেড়ে এই খেলার অনুরাগী হয়ে ওঠেন সবাই। গ্রামের সবাই এই ৬৪ খোপে বন্দি হয়ে যেতে শুরু করেন। দাবার জন্য মারোত্তিচাল গ্রামের খ্যাতি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। এখানকার স্কুলের সিলেবাসেও দাবা রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই এই গ্রামে দাবা

খেলা শিখতে আসেন। অনেকেই মনে করেন, প্রশাসনের অভিযানের পরও যখন মদ ও জুয়ার আসক্তি থেকে গ্রামের মানুষের মুক্তি মিলছে না, তখন উন্নিকৃষ্ণান দাবার প্রচল করে গ্রামের মোড় ঘুরিয়ে দেন। বিশ্ববিখ্যাত দাবাড়ু ববি ফিশারের একনিষ্ঠ ভক্ত। সেই টান থেকেই শহরে গিয়ে দাবা শিখে তিনি গ্রামে প্রচলন করেন এই খেলার। গ্রামবাসীরাও এই খেলায় মেতে ওঠেন। গ্রামে ফিরে তিনি প্রথমে চায়ের স্টল দিয়েছিলেন। তারপর সেখানে বসাতেন দাবা খেলার আসর। চায়ের কাপে চুমুক দিতে এই খেলা চলত। এভাবেই গ্রামের প্রায় সাতশো জনকে দাবা খেলায় প্রশিক্ষিত করেন। জুয়া ও মদের নেশা ছেড়ে সবাই দাবা খেলায় মেতে ওঠে। তারাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দাবা খেলায় অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এভাবে রাতারাতি পাল্টে যায় গ্রামের চিরচেনা অভ্যাস। গ্রামের পুরুষ থেকে শুরু করে যুবক-যুবতী, এমনকী বয়স্ক মহিলারাও দাবার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এই গ্রামের জনসংখ্যা মাত্র ৬ হাজার। তাদের দুই-তৃতীয়াংশের বেশি লোক দাবা খেলায় ব্যস্ত। এ গ্রামে টেলিভিশন দেখার থেকে মানুষ বেশি পছন্দ করে দাবা খেলতে। গ্রামের স্কুল সিলেবাসেও দাবা বিষয়টি সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে প্রতি বাড়িতেই দাবার খেলার চল রয়েছে। একেবারে নিয়মিত চর্চা হয় দাবার।

এখানে জুতো পরা নিষিদ্ধ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ কত না আজব ঘটনা লুকিয়ে রয়েছে এই ভারতে! ভারতের এমন একটি গ্রাম রয়েছে, যেখানে জুতো পরা নিষিদ্ধ। গ্রামের কোনো মানুষ জুতো পরে না। জুতো না পরেই তাঁরা দিনের পর দিন অতিবাহিত করে দেন। কিন্তু কেন এই রীতি? তার নেপথ্যে রয়েছে এক চমকপ্রদ কাহিনি। সাধারণত মানুষ জুতো পরে কেন? ধুলো-বালি থেকে রক্ষা পাওয়া বা পা-কে সুরক্ষিত রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা। রবীন্দ্রনাথের ‘জুতো আবিষ্কারে’ই সেই কারণ লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু এমন একটি গ্রামের কথা এই প্রতিবেদনে আমরা তুলে ধরতে চাইছি, যেখানে জুতো পরাই নিষিদ্ধ। আর এই নিষেধাজ্ঞা গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে আসছে গ্রামের বাসিন্দারা। এই গ্রামের ঠিকানা তামিলনাড়ুতে। তামিলনাড়ুর ভেল্লাগিভি গ্রামের এই জুতো পরা নিষিদ্ধের কাহিনি বেশ চমকপ্রদও। কেউই এখানে জুতো বা স্যান্ডেল কিছুই পরেন না এই ফ্যাশনের যুগে। দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যের ভেল্লাগাভি গ্রামটি গহীন অরণ্যের একটি দুর্গম অঞ্চলে অবস্থান করছে। গ্রামে প্রায় ১০০ পরিবারের বাস। ছবির মতো সুন্দর গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আছেই, এ গ্রামের ভূমিও বড়ই পবিত্র। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম নয়। ফলে পর্যটকিরা খুবই কম যান এই গ্রামে। ফলে যে রীতি চলে আসছে তা রক্ষা করাও সহজ হয়েছে ভেল্লাগাভি গ্রামে। আর পর্যটকরা গেলেও এই গ্রামে পবিত্র হয়েই যান। তাঁরা জুতো পরেন না। খালি পায়ে দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করতে মনেও স্বাচ্ছন্দ্যও প্রত্যেকের। গ্রামে প্রবেশের আগে লেখা রয়েছে- দয়া করে জুয়ো খুলে প্রবেশ করুন। গ্রামটির প্রবেশদ্বারে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা রয়েছে এই বিজ্ঞপ্তি। গ্রামে ঢুকতেই এই বিজ্ঞপ্তি দেখেই প্রশ্ন জাগবে, কেন এমন লেখা রয়েছে? তবে কি কোনো দেবগৃহ বা মন্দিরে প্রবেশ করতে চলেছেন তাঁরা। না কোনো দেবগৃহ বা মন্দিরে তাঁরা প্রবেশ করছেন না, প্রবেশ করছেন গ্রামে! প্রতীকী ছবি সৌজন্যে পিক্সেলস তাহলে কেন জুতো খুলে প্রবেশ করার কথা ফলাও করে লেখা রয়েছে? আসলে পুরো গ্রামটিকেই মন্দির বা দেবস্থান বলে মনে করেন গ্রামবাসীরা। যেমন দেবস্থানে জুতো পরে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তেমনই এ গ্রামেও জুতো পরে প্রবেশাধিকার নেই কারো।

সোনায় মোড়া দ্বীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ গল্প নয় বাস্তব। প্রথম শুনলে মনে হবে এ যেন রূপকথার গল্প। কিন্তু সেসব কিছুই নয়, এ খাঁটি বাস্তব। এই পৃথিবীতেই রয়েছে এমন দ্বীপ, যা সোনা দিয়ে মোড়া। এই দ্বীপের অফিসিয়াল নামও সোনার দ্বীপ। মৎস্যজীবীরাই এই দ্বীপের সন্ধান পেয়েছেন। তা নিয়েই এখন চর্চা তুঙ্গে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা এই দ্বীপের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান ছিলেন। অনেক খুঁজেও তাঁরা হদিশ পাননি সোনার দ্বীপের। কিন্তু সেই দ্বীপের সন্ধান এনে দিলেন মৎস্যজীবীরা। কোথায় আছে এই স্বর্ণ-দ্বীপ? যে দ্বীপ নাকি গুপ্তধন ভরা। পথ চলতে চলতেই আপনি পেয়ে যেতে পারেন গুপ্তধনের খোঁজ। পাঁচ বছর আগে এই গুপ্তধনের দ্বীপের কথা জানিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু খোঁজ পাননি। অবশেষে তা মলল ইন্দোনেশিয়ার মুসি নদীর মাঝে। ওই দ্বীপেই রয়েছে হারিয়ে যাওয়া সভ্যতা। শুধু প্রত্নতত্ত্ববিদরাই নন স্থানীয় মানুষের মধ্যেও এই সোনার দ্বীপ নিয়ে উৎসাহ ছিল। সেই উৎসাহের বশেই মৎস্যজীবীরা তাঁদের উপার্জনে বেরিয়ে খোঁজ

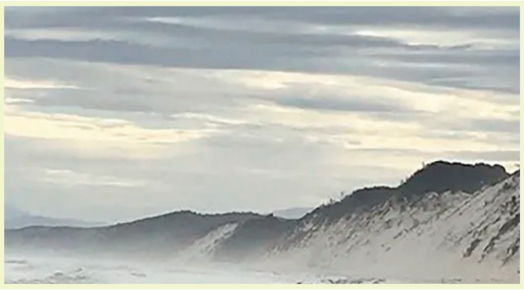

চালাতে থাকেন গুপ্তধন বা সোনার দ্বীপের। প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই তাঁরা নদী-সমুদ্রে খোঁজ চালাতেন। অবশেষে মিলল। কুমিরে ভরা নদীর মাঝেই রয়েছে সেই দ্বীপ। সোনাদানায় ভরা দ্বীপ। মূল্যবান পাথর, সোনার গয়না, ব্রোঞ্জের মূর্তি- কী নেই সেখানে। আলাদিনের আশ্চর্যপ্রদীপ ছাড়াই এই গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান তাঁরা। বিশেষজ্ঞ জানানা, এটি শ্রীবিজয় সভ্যতার অংশ। সাত থেকে ১৩ শতকের মধ্যে তাদের রাজত্ব ছিল। ছিল সভ্যতা। তবে কোন রহস্যে তা বিলুপ্ত হয়ে গেল, তা আজও জানা যায়নি। ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার সাদৃশ্য রয়েছে বলেই প্রত্নতত্ত্ববিদরা জানান। জল দিয়ে ঘেরা এই সভ্যতাকে ওয়াটার ওয়ার্ল্ডও বলা হত। এখানে নৌকা দিয়ে বানানো ঘরও ছিল। ছিল মন্দির, প্রাসাদ। কিন্তু কালের নিয়মে সবই নিমজ্জিত হয়ে যায় জলে। শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যে সেনা ছিল ২০ হাজারেরও বেশি, সেখানে ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও। এই সভ্যতার ব্যাপারে প্রত্নতত্ত্ববিদরা আগেই জেনেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই খোঁজ পাচ্ছিলেন না। অবশেষে সেই হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার খোঁজ এনে দিলেন মৎস্যজীবীরা। এখানকার ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দু সংস্কৃতির মিল পাওয়া যায়। কিন্তু কীভাবে বিলুপ্তি ঘটল এই সভ্যতার। ইন্দোনেশিয়ার অগ্ন্যুৎপাতের কারণেই তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বলে মনে করা হয়। একাংশের মতে, মুসি নদীতে ভয়ঙ্কর বন্যার কারণেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল ওই সভ্যতা।

Naya Jamana Evening Edition..........9 October....adddddddd..._Layout 1 2/24/2026 4:05 PM Page 4

দেবের শুটিংয়ে উৎসবের আবহ, সাংবাদিকদের সঙ্গে আচরণ ঘিরে তীব্র বিতর্ক

নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ জনপ্রিয় অভিনেতা দেব -এর শুটিং মানেই সাধারণ মানুষের উপচে পড়া ভিড়, ভক্তদের উচ্ছ্বাস আর উৎসবের আবহ। ডুয়ার্সের মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে চলছিল তাঁর নতুন ছবির শুটিং। সকাল থেকেই শুটিং স্পটের আশপাশে ভিড় জমাতে শুরু করেন কৌতূহলী মানুষজন। এলাকাজুড়ে যেন তৈরি হয়েছিল এক বিশেষ আবহ;কেউ এক ঝলক প্রিয় অভিনেতাকে দেখার আশায়, কেউবা শুটিংয়ের দৃশ্য মোবাইলে বন্দি করতে ব্যস্ত। কিন্তু সেই জাকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যেই হঠাৎই সামনে আসে এক অস্বস্তিকর অভিযোগ, যা ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র আলোচনা। শুটিং কভার করতে গিয়ে স্থানীয় সাংবাদিকদের একাংশ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হন বলে দাবি। সূত্রের খবর, নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে এবং শুটিংয়ে কোনওরকম ব্যাঘাত না ঘটিয়েই তাঁরা খবর সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় শুটিং ইউনিটের পক্ষ থেকে তাঁদের কাজে বাধা দেওয়া হয়।

পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শুটিং ইউনিটের রম্মানী নামে এক মহিলা সদস্য সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে অকথ্য ও কুরুচিকর ভাষা প্রয়োগ করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। উপস্থিত সাংবাদিকদের 'বেয়াদপ' বলে সম্বোধন করা হয় বলেও দাবি করেছেন

প্রত্যক্ষদর্শীরা। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে এভাবে অপদস্থ হওয়ার ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ স্থানীয় সাংবাদিক মহল। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের বক্তব্য, শুটিং সেটে শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেমন জরুরি, তেমনি সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মানও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা মনে করছেন, এ ধরনের আচরণ কেবল ব্যক্তি নয়, গোটা সংবাদমাধ্যমের মর্যাদাকেই আঘাত করে। ঘটনা নিয়ে শুটিং ইউনিটের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনওরকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিষয়টি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ডুয়ার্স, মালবাজার ও মেটেলি জুড়ে। বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে; জনপ্রিয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা একটি শুটিং ইউনিটের কাছ থেকে কি আরও সংযত ও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত নয়? এখন দেখার, এই ঘটনার পর পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষ ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পানীয় জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ

নয়া জামানা ,বর্ধমান ঃ দুয়ারে কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন তার আগেই এলাকাবাসীর মুখ থেকে উঠে এলো ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি। দাবী একটাই জল চাই, না হলে ভোট নাই। দীর্ঘক্ষণ পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ উঠলেও নিজেদের দাবিতে অনড় এলাকাবাসী ।মঙ্গলবার সকাল থেকে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়ক যখ ন আপন ছন্দে চলছে ঠিক সেই সময়ই জামুরিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কেন্দা অঞ্চলের মানুষজন কেন্দা পুলিশ ফাঁড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে কেন্দা মোড় অবরোধ করল পানীয় জলের দাবি নিয়ে। দফায় দফায় উঠে এলো একটাই স্লোগান জল চাই না হলে নির্বাচনে ভোট নাই ।স্থানীয় বাসিন্দাদের এই অবরোধ দেখে তৎক্ষণাৎ ছুটে যায় জামুরিয়া থানার কেন্দ্রাফাঁড়ির বিশাল পুলিশ বাহিনী, পুলিশের সাথে চলে দীর্ঘক্ষণ বচসা পরে অবশ্য অবরোধ তুললেও

নিজেদের দাবি থেকে এক চুলও লড়তে নারাজ স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের দাবি, দীর্ঘ এক বছর হয়ে গেল এলাকায় জলকষ্ট। প্রশাসন জল সরবরাহে ব্যর্থ। তাই আমরা আজ গ্রামবাসী সকলে সমবেত হয়ে পথে নামলাম বাধ্য হয়ে। আমরা প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে একটাই দাবি রাখলাম প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণ পানীয় জল সরবরাহ আমাদের করতে হবে না হলে আগামী নির্বাচনে আমরা ভোট বয়কট করব ।অন্যদিকে এই প্রসঙ্গে কেন্দা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি বিজু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের বক্তব্যে জলকষ্টের সমস্যাটি স্বীকার করে নিয়ে জানান আমরা দ্রুততার সাথে বিষয়টি দেখছি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই জলকষ্টের সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করব। আশ্বাস মিললেও দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বড় ধরনের আন্দোলনে হুঁশিয়ারি দেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

রক্ষা পেলো পবনহংসের ৭ আরোহী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দেশে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে ঘটে গেল দ্বিতীয় আকাশ দুর্ঘটনা। ঝাড়খণ্ডের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার সকালে আন্দামানের সমুদ্রে ভেঙে পড়ল 'পবনহংস'এর হেলিকপ্টার। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কপ্টারটি সমুদ্রে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করলেও, ভাগ্যজোরে বেঁচে গিয়েছেন ২ জন ক্রু মেম্বারসহ মোট ৭ আরোহী ।মঙ্গলবার সকাল ৯৩০ নাগাদ পোর্ট ব্লেয়ার থেকে মায়াবন্দরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল কপ্টারটি। আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাইলট যান্ত্রিক গোলযোগ লক্ষ্য করেন। মাঝআকাশে বড়সড় বিপদ বুঝে তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে বিমান পরিচালন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান এবং সমুদ্রে জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। ক্র্যাশ ল্যান্ডিংয়ের খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। হেলিকপ্টারে থাকা সাতজনকেই নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। যাত্রীরা সামান্য চোট পেলেও কারও আঘাতই গুরুতর নয় বলে জানানো হয়েছে ।আন্দামানের এই ঘটনা যাত্রী মহলে চরম আতঙ্ক তৈরি করেছে, কারণ এর ঠিক আগের দিন অর্থাৎ সোমবার সন্ধ্যায় ঝাড়খণ্ডের ছাতরায় ঘটে গেছে এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। রাঁচি থেকে দিল্লিগামী সেই বিমানে থাকা পাইলট, চিকিৎসক ও রোগীসহ ৭ জনেরই মৃত্যু হয়েছে।

আসানসোল আদালতে বোমাতঙ্ক, তামিলনাড়ু থেকে হুমকি মেল

নয়া জামানা , আসানসোল ঃ আসানসোল আদালতে বোমাতঙ্ক। মঙ্গলবার সকালে এগারোটা একটি হুমকি মেল আসে বলে আসানসোল জেলা আদালতের জেলা বিচারক জানিয়েছেন। বাংলায় লেখা তামিলনাড়ু থেকে আসা এই মেলে আদালতে আরডিএক্স লাগানো রয়েছে বলে জানা গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই গোটা আদালত চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জেলা বিচারক সঙ্গে সঙ্গে এই মেল আসার কথা আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারকে জানান। এরপরেই আদালতে চলে আসে বিশাল

পুলিশ বাহিনী। আসেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশের ডিসিপি (সেন্ট্রাল) ধ্রুব দাস সহ একাধিক উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। সঙ্গে সঙ্গে গোটা আদালত চত্বর ফাঁকা করে দেওয়া হয়। নিয়ে আসা হয় ডগ ও বোম স্কোয়াডকে। সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন হওয়ায় এদিন সকাল থেকে আসানসোল আদালতে প্রচুর ভিড় ছিলো। আইনজীবী, পুলিশের পাশাপাশি ছিলেন বিচার চাইতে আসা অনেক ।একাধিক থানা ও আসানসোল জেল থেকে নিয়ে আসা হয়েছিলো বিচারাধীন বন্দীদেরও। সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। একেবারে ফাঁকা করে দেওয়া হয় গোটা আদালত ভবন ও আসানসোল আদালত চত্বরকে। এরপরেই পুলিশ আধিকারিকরা তল্লাশি চালানো শুরু হয়। শেষ খবর, তল্লাশি চলছে। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, তল্লাশি চলছে। নিরাপত্তার সার্থে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

নয়া জামানা

ঈদ সংখ্যা ২০২৬

প্রকাশিত হবে দৈনিক নয়া জামানার ঈদ সংখ্যা। আপনার টাটকা নির্বাচিত প্রবন্ধ গল্প, অণুগল্প, কবিতা, ছড়া, ফিচার, রম্যরচনা, লোকসাহিত্য, মুক্তগদ্য যে কোন লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠিয়ে দিন।
কবিতা, ছড়া -১৬ লাইন, যে কোন গদ্য,গল্প, প্রবন্ধ-১০০০ ,অনুগল্প-২৫০ শব্দ

লেখা পাঠান
৯০০২৯৮৯১৩২
মেল nayajamanaofficial@gmail.com

Naya Jamana Evening Edition..........9 October....adddddddd..._Layout 1 2/24/2026 4:05 PM Page 5

উষ্ণতম দিনে

রডোডেনড্রন...

বসন্তের শেষ থেকে গ্রীষ্ম, এই সময় পাহাড়ের রং বদলে যায়। রং বদলে দেয় রডোডেনড্রন। পাহাড়ের উষ্ণতম দিনগুলোয় পাহাড়ের কোলে সে অপরূপা, অদ্বিতীয়া। তার শোভা দেখে মন রোমান্টিক হতে বাধ্য। যাঁরা পাহাড় অথবা প্রকৃতিপ্রেমী, তাঁদের কাছে দার্জিলিং থেকে সিকিম এই সময় আলাদা আকর্ষণের, বড়ো আদরের। '

প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণকিরণে তুচ্ছ/উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।' 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য'র প্রেমে হাবুডুবু খেতে নিবারণ চক্রবর্তীর বকলমে অমিত রায় কী আর এমনি এমনি এ লাইন লিখেছিল! এছাড়াও বুদ্ধদেব বসু'র 'রডোডেনড্রনগুচ্ছ', মহীনের ঘোড়াগুলির ঝরা সময়ের গান 'তোমায় দিলাম' হয়ে এই ফুল দেশ-বিদেশের সাহিত্যচেতনায় জায়গা করে নিয়েছে। জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস' উপন্যাসে ডাবলিন উপসাগরের ধারে এক এলাকায় ঝরে-পড়া রডোডেনড্রনের মাঝে লিওপোল্ড ব্লুম বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল নায়িকা মলি ব্লুমকে।

যাঁরা পাহাড় অথবা প্রকৃতিপ্রেমী, তাঁদের কাছে দার্জিলিং থেকে সিকিম এই সময় আলাদা আকর্ষণের, বড়ো আদরের। 'প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে অরুণকিরণে তুচ্ছ/উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রন গুচ্ছ।' 'শেষের কবিতা'য় লাবণ্য'র প্রেমে হাবুডুবু খেতে নিবারণ চক্রবর্তীর বকলমে অমিত রায় কী আর এমনি এমনি এ লাইন লিখেছিল!

উত্তরবঙ্গ, অসম, সিকিম, নেপাল আর তিব্বতে ছড়িয়ে থাকা হিমালয়ের প্রকৃতির কোলে অপূর্ব এই ফুল অদ্ভুত এক মায়াময় আবেশে জড়ায়। পাহাড়ি পথের পাশে চারদিক আলো করে ফুটে থাকে। এক গোলাপ ছাড়া আর রডোডেনড্রনই একমাত্র ফুল যা ইউরোপে সাড়া ফেলেছিল। ফুলের রং টকটকে লাল অথবা গোলাপি। সাদা রঙেরও পাওয়া যায়। তবে খুব বিরল। বাংলার পাহাড়ে সাদা খুব কমই। বাংলায় কোথায় সবচেয়ে বেশি পাব এই লাল ফুল?

দার্জিলিং শহরে মাঝে মাঝে কিছু জায়গায় এই ফুল ফুটে থাকে। সোনাদা বা তাকদার দিকে কিছু ফুল হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু ফুলের মিছিল দেখতে উঠতে হবে আরও উপরে। সান্দাকফুর রাস্তায় ফুটে থাকে অজস্র রডোড্রেনড্রন। সেখানে বাঁকে বাঁকে সৌন্দর্য। মার্চ থেকে মে পর্যন্ত এর খেলা চলে নিরন্তর। রং যেন মিশে যায় উপত্যকায়, কুয়াশায়। অনেক পর্যটককে বলতে শোনা যায়, এক বছর অপেক্ষা করা যায় এই ফুলের জন্য। এ ফুল এক বছর বেশি ফোটে, অন্য বছর কম। প্রকৃতি পাল্টে দেয় ফুলগুলো। বরফের সময় সাদা, অন্য সময় সবুজ। আর এই সময় রঙিন। স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'গুরাস' অথবা 'লালি গুরাস'। নেপাল, দার্জিলিং, ভুটান এবং সিকিমে দূর থেকে লালি গুরাসে ছাওয়া পাহাড়টিকে তখন দেখতে একেবারে লাল রঙের মনে হয়। সবচেয়ে বেশি গুরাস মেলে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, সিকিমের হিলে, সোমবারিয়া, লাচেন, সোরেন এবং ভার্সেতে।রডোডেনড্রন নামটির বাংলা মানে হলো গোলাপ গাছ! আদি ও অকৃত্রিম এশিয়ান ফুল হলেও রডোডেনড্রন নামটি ইউরোপীয়। নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ থেকে। শব্দটির অর্থ হলো গোলাপ এবং গাছ। অর্থাৎ রডোডেনড্রন মানে গোলাপ গাছ। ওয়াইন ও অন্যান্য পানীয় তৈরি হয় এই ফুল থেকে। হিমাচলে রডোডেনড্রন স্থানীয়ভাবে 'বুরানশ' নামে পরিচিত। জোসেফ ডালটন হুকার নামে ব্রিটিশি উদ্ভিদবিজ্ঞানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে ব্রিটিশ-বাংলায় এসে হিমালয়ের বুকে খুঁজে পেয়ে এই ফুলকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেন। দার্জিলিঙের হিমালয়, রোদ, কুয়াশা আর রডোডেনড্রন অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে হুকারের লেখায়। গবেষকদের মতে, দার্জিলিং থেকেই ইংল্যান্ডে পাড়ি দিয়েছিল রডোডেনড্রন ,নিয়ে গিয়েছিলেন উদ্ভিদবিজ্ঞানী জোসেফ হুকার। হুকার পরে বলেছিলেন, এক গোলাপ ছাড়া আর রডোডেনড্রনই একমাত্র ফুল যা ইউরোপে সাড়া ফেলেছিল। এই রডোডেনড্রনের শাখা-প্রশাখায় যখন বিচিত্র রঙের বিভিন্ন প্রজাতির পাখিরা বসে দুদণ্ড জিরিয়ে নেয়, নিসর্গচিত্র তৈরি হয়। মনপ্রাণ ভরে এই নিসর্গচিত্র উপভোগ করার জন্যই দার্জিলিং-এর সিঙ্গালিলা জাতীয় উদ্যানে এর আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম সিঙ্গালিলা রডোডেনড্রন ও পাখি উৎসব । ফুলের প্যাটার্নের পরিবর্তন এবং অসময়ে এই ফুল ফুটতে দেখে গভীর চিন্তায় পরিবেশবিদরা। বিশ্বে উষ্ণায়নের সম্ভাবনা বাড়ছে বলেই ইঙ্গিত তাঁদের। রডোডেনড্রন নেপালের জাতীয় ফুল সেই সঙ্গে ভারতের হিমাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড, ইউনাইটেড স্টেট-এর ওয়াসিংটন, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার রাজ্য-ফুল। রডোডেনড্রন সিকিম ও উত্তরাখণ্ডের জাতীয় গাছ। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।